Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ জুলাই , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৪ জুলাই,২০১৬, সোমবার, ১৯ আষাঢ়, ১৪২৩

কালনায় শ্রদ্ধায় শহিদ দিবস পালন

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই : কালনার ৫২জন শহিদকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে প্রতি বছরের মতো পালিত হল শহিদ দিবস। শহিদ বেদীতে মাল্যদান, মিছিল, স্মরণসভার মতো বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম দুই সদস্য সুকান্ত কোঙার, আভাস রায়চৌধুরী এবং সুকুল শিকদার প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ২ জুলাই কালনার প্রাণপ্রিয় নেতা মহাদেব ব্যানার্জী কালনা স্টেশনে ওঁত পেতে থাকা গুপ্তবাহিনীর হাতে খুন হন। গণতন্ত্রের পূজারী এই শহিদের আগে ও পরে বামফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত কালনায় ৪২ জন পার্টি নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন। এছাড়া বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর গণতন্ত্রের আন্দোলন প্রসারিত করতে গিয়ে আরও ১০ জন শহিদ হয়েছেন। এই ৫২ জন শহিদকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করেই প্রতি বছর ২ জুলাই পালন করা হয় কালনার শহিদ দিবস। সকাল ৮টা নাগাদ কালনা স্টেশন চত্বরে জমায়েত হন পার্টি নেতা কর্মী-সমর্থকরা। এক মিনিট নীরবতা পালন, শহিদ বেদীতে মাল্যদানের পর শুরু হয় স্মরণসভা। বেদীতে মাল্যদান করেন পার্টি নেতৃত্ব, বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতৃত্ব সহ শহিদ পরিবারের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তব্য পেশ করেন আভাস রায়চৌধুরী। তিনি বলেন গণতন্ত্র ও মানুষের রুজি রোজগারের লড়াই চালানোর জন্যই কালনায় মহাদেব ব্যানার্জী, গফুর সেখ সহ ৫২ জন শহিদ হয়েছিলেন। সেই লড়াই এখনও জারি আছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোট নিজে দিন, ভোট লুঠ রুখে দিন এই শ্লোগান তুলে লড়াই-এ সামিল হয়ে পার্টি নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, শহিদ হয়েছেন। বর্ধমান জেলায় দুশো জন পার্টি নেতা-কর্মীর জরিমানা করা হয়েছে আড়াই কোটি টাকা। ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আরও দেড় কোটি মূল্যের সম্পদ। তিনি বলেন, শহিদ দিবস প্রতি বছর নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসে। এবার তাৎপর্য হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা। সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করে সেই আন্দোলন জারি রাখতে হবে।

স্মরণসভা শেষে শুরু হয় মিছিল। মিছিল সারা কালনা শহর পরিক্রমার পর চকবাজারস্থিত মহাদেব ব্যানার্জীর আবক্ষ মূর্তির নীচে এসে শেষ হয়। মূর্তিতে মাল্যদানের পর সুকান্ত কোঙার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তার আগে রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্জু কর।

কালনার ৫২ জন শহিদ স্মরণে আজ কালনা শহরের চকবাজারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন শহর কমিটির উদ্যোগে ৩৬ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুকুল শিকদার।

জেলা জুড়ে পালিত হল হুল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৩০ জুন ছিল ১৬২তম হুল দিবস। ১৮৫৫ সালে এই দিনটিতেই গর্জে ওঠে ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজ। এখানেই পাহাড়ের আঁচল দামন-ই-কোহ। যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রাণান্তকর শ্রমে ঊষর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি শস্যশ্যামলা হল। সেই আদিবাসী সমাজের উপর নেমে এল এক চরম সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও উৎপীড়ন। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাঁওতাল বিদ্রোহের দিনটি আজও পালন করে আদিবাসী সমাজ। এ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জমির অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। এই বিদ্রোহে ত্রিশ হাজার মানুষ প্রাণ দিলেও মাথা নত করেনি। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস কৃষক তথা সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণা।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ এবং কৃষকসভার যৌথ উদ্যোগে পূর্বস্থলীর কালেখাঁতলাতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষকসভার পতাকা উত্তোলন করেন পণ্ডিলেশ মারান্ডি। সিধু, কানুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, কৃষক নেতা সুব্রত ভাওয়াল এবং আদিবাসী নেতৃত্ব। পূর্বস্থলী থানার সমস্ত আদিবাসী গ্রামে দিনটিকে পালন করা হয় এবং নানান আদিবাসী অনুষ্ঠান করা হয়।

সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আদিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর নৃত্য সঙ্গীতে গোটা গ্রাম মাতিয়ে রাখে। এছাড়া হুল দিবস পালিত হয় পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের নিমদহ পঞ্চায়েতের ছাতনী গ্রামে এবং পূর্বস্থলী ১নং ব্লকের বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণযাদি গ্রামে।

রানিগঞ্জ, বাঁশড়া অঞ্চলে

—এরপর চারের পাতায়

কালনার ছাত্র খুনে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জুন : কালনার ছাত্র খুনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে আজ মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করে কালনা শহরের নাগরিকরা। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি ছিল।

১৩ জুন টিউশনি পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয় কালনা অম্বিকা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র সুহৃত দাস। ১৫ তারিখ সকালে কালনা শহরের ১১নং ওয়ার্ডের একটি জলাশয় থেকে সুহৃতের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত ছাত্রের বাবা ঋষিকেশ দাস থানায় কালনার পৌরপতির ছেলে, একজন পৌর কাউন্সিলার ও এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তিনজন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু করে। মৃত ছাত্রর বাবা ঋষিকেশ দাস সহ সমস্ত আত্মীয়স্বজনের দাবি খুনের আগে সুহৃতকে বিভৎসভাবে শারীরিক অত্যাচার করা হয়। অ্যাসিড ঢেলে সুহৃতের মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বর্ধমানের ময়না দতন্তে রিপোর্ট আসে সুহৃতের মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। মৃতের মা-বাবার দাবি প্রভাব খাঁটিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সুহৃতের মা-বাবা সুবিচার পেতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন।

কেনেলই গ্রামে বাঁশের সেতুতেই পারাপার হচ্ছেন মানুষ, প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ জুলাই : পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়, নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়া শ্লোগান, পরিবর্তনের সরকারের ঘোষণা—এরাজ্য এখন তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রগতির দিকে। কিন্তু কালনার দুই গ্রাম সর্বমঙ্গলা ও কেলেনই পড়ে আছে ঝরঝরে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সেতুতেই। যে সেতুটি বেহুলা নদী পারাপারে এমাত্র ভরসা।

কালনা শহরের অতি সন্নিকট সর্বমঙ্গলা ও কেলেনই দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কৃষিই একমাত্র ভরসা। গ্রাম দুটির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে মনসামঙ্গল কাব্যখ্যাত বেহুলা নদী। স্কুল, কলেজ, হাটবাজার, অফিস, আদালত, কৃষির মতো বিভিন্ন কাজে দুই গ্রামের মানুষের বেহুলা পারপার দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই পড়ে। পূর্বপুরুষরা সুবিধার জন্য নিজেদের ঝাড়ের বাঁশ দিয়ে বেহুলার উপর নির্মাণ করেন বাঁশের সেতু। সেই সেতুই বছর বছর মেরামত করে বেহুলা পারাপার করে আসছেন দুই গ্রামের মানুষ।

২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই গ্রামগুলিতে এসে পাকা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন বর্ধমান জেলা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি দেবু টুডু। দু হাত উজাড় করে এখানকার মানুষরা ভোট দিয়ে জয়ী করান দেবু টুডুকে। কিন্তু দেবু টুডু সভাধিপতি হওয়ার পর সে প্রতিশ্রুতি রাখেননি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ২০১৮-তে আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগেই দেবু টুডু প্রতিশ্রুতি পালন করবেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

ঐতিহ্যশালী বর্ধমান রাজ কলেজে নৈরাজ্যের অবসান হবে কী ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২০১১ সালে রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর থেকেই বর্ধমান শহরের ঐতিহ্যশালী রাজ কলেজে অশান্তি পিছু ছাড়ছে না। যে কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে সেই কলেজের পড়াশোনা এখন লাটে উঠেছে। শিক্ষায় উৎকর্ষের বদলে তোলাবাজি, মারপিট, দাদাগিরি শিক্ষকদের হেনস্থা—এসব নিয়ে রাজ কলেজ এখন প্রতিদিন খবরের শিরোনামে। রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। ঘটনায় তিতিবিরক্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

শিক্ষিক-শিক্ষিকারা এতটাই আতঙ্কে যে, বাধ্য হয়ে নিরপত্তার দাবিতে থানায় এবং জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন। ১ জুলাই থানায় লিখিত অভিযোগে জানা যায় অপসারিত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তারকেশ্বর মণ্ডলের মদতে বহিরাগত এবং প্রাক্তন ছাত্ররা অকথ্য গালিগালাজ, ধাক্কাধাক্কি এবং প্রাণে মারার হুমকি দেয়।

তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে থানায় অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা প্রতিবেদকদের জানান তাঁরা কাল থেকে কলেজে যেতে পারবেন না। ২০-২৫ জন থানায় ডেপুটেশন দিয়ে অভিযোগ জানান শাসকদলের ছাত্রনেতা, বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিজয় চন্দ এবং অপসারিত অধ্যক্ষ তারকনাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজয়চন্দ আদতে অপসারিত অধ্যক্ষের ডামি। ফলে অশান্তি কমার বদলে বাড়ছে প্রতিদিন। ১ জুলাই-র হেনস্থার ঘটনা তারই ফল। ৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তারক মণ্ডলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেন। এরপর গভর্নিং বডি সাময়িক বিজয় চন্দকে দায়িত্ব দেয়। রাজ্যের ডি.পি.আই প্রতিনিধি দল তদন্তে এসে খুশি নন বিজয় চন্দের প্রতি। রীতি ভেঙে তিনজন সিনিয়র টিচারকে বাদ দিয়ে তারক মণ্ডলের মদতে বিজয় চন্দ দায়িত্ব পান। সিনিয়র টিচার হিসাবে অধ্যক্ষের দৌড়ে এগিয়ে মমতা ভট্টাচার্য। এদিন ভয় দেখিয়ে সিনিয়র টিচার মমতা ভট্টাচার্যকে জোর করে অনিচ্ছুক লিখিয়ে নেওয়া হয়। অন্যান্য দুজন সিনিয়র টিচারকে হুমকি দেওয়া হয়। যে ৫২ জন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী অভিযোগ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে, তাঁদের ওপর হুমকি নামিয়ে আনা হয়। অভিযোগে জানা যায় বিজয়বাবু দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্বে থাকার ছক কষতে মমতাদেবীকে তাঁর চেম্বারে ডাকেন। সেই সময় ঘরে ঢোকে তারকেশ্বরের অনুগামী বাহিনী। জোর করে লিখিয়ে নেয় তাঁর অনিচ্ছার। থানায় সমস্ত অভিযোগ জানানোর পর সেদিন রাতেই জেলাশাসকের বাড়িতে যান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তিনি চার জুলাই সোমবার বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দেন। শিক্ষামহলে একটাই প্রশ্ন এই ঐতিহ্যশালী কলেজে নৈরাজ্যের অবসান হবে কী?

চিকিৎসক দিবসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : জেলাজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হলো রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। এদিন তারাবাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সহ উপাচার্য ড. ষোড়শী মোহন দাঁ। তিনি এদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণে নানান বিষয় তুলে ধরেন। জেলা কংগ্রেস ভবনে এদিন এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তাঁর জন্মদিন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৩৪ তম জন্মবার্ষিকী পালন করলো ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। কালনা শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ডে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের প্রাক্তন ও বর্তমান সুপার যথাক্রমে ডাঃ অভিরূপ মণ্ডল এবং ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই, শিক্ষক নেতা তপন পোড়েল প্রমুখ। এদিন রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নতুন চিঠি

৪ জুলাই, ২০১৬

ধর্মের নামে...

ধর্মীয় মৌলবাদ যখন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আশ্রয় করে সন্ত্রাসবাদী হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন ধর্ম তার ধর্মত্ব হারায়। এই উন্মত্ততা শুধু পরধর্মকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয় না। নিজধর্মের অন্তর্ভুক্ত পরগোষ্ঠীদের উপরও আক্রমণ নামিয়ে আনতে দ্বিধা করে না। ধর্মের নামে এই বিভীষিকার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, এই বিভীষিকা সৃষ্টিকারীরা সমস্ত ধর্মেরই চরম শত্রু। ঢাকার গুলশনবাগের কুটনৈতিক এলাকার এক অভিজাত কাফেতে মুসলিম জঙ্গিদের নির্বিচার হত্যালীলায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। হত্যাকারীরা বাংলাদেশীয় নাকি আই এস জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য তা নিয়ে মতান্তর থাকলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য—পবিত্র রমজানের সময় যারা মানুষ মারতে আসে তারা কেমন মুসলমান?

একই মন্তব্য প্রয়োজ্য শনিবার শেষ রাতে বাগদাদে রমজানের কেনাকাটা ভরা বাজারে একের পর এক বিস্ফোরণে ১৫টি শিশু সহ অন্তত ১২০ জনের প্রাণনাশের ঘটনার ক্ষেত্রেও। আহতের সংখ্যা ১৭০। মুসলিম জনগণের উপর মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আইএস জঙ্গিদের এই পৈশাচিক আক্রমণ কি মুসলিম ধর্মের বা যে-কোনো ধর্মেরই মর্মবস্তুকে তুলে ধরে? কদাপি নয়। একই কথা প্রযোজ্য যখন তথাকথিত মুসলিম জঙ্গিরা শিয়া ও আহমদীয় নামক স্বধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির উপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্মীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় বিপদ হল তা ধর্মীয় প্রতিপক্ষের মৌলবাদকেও উসকে দেয়। ভারতে এই বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। এখানে হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি দল ক্ষমতাসীন, আর এস এস যার জঙ্গিবাহিনী। যে-কোনো সময় এই দুই মৌলবাদ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক আদর্শকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও তার হস্তক্ষেপের সুযোগের জন্য সন্ত্রাসবাদকে উস্‌কে দিতে পারে। ফলে যে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, সেই বিপর্যয় মার্কিন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে ভারতও যে-কোনো মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শিকার হয়ে উঠতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করে তোলার লড়াইয়ে সর্বধর্মের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সমবেত করাই আশু জাতীয় কর্তব্য।

আজও চালু হল না রাহাতপুর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ জুন : প্রসূতি ও শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা, বিভিন্ন টিকাকরণ, নানা মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাহাতপুর গ্রামে শুরু হয়েছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারিভাবে নিয়োগ করার কথা একজন হেলথ সুপারভাইজার, একজন এ.এন.এম. এবং এলাকার আশা কর্মীরা। গ্রামে বসেই স্বাস্থ্যপরিষেবা মিলবে এই আশায় বিনামূল্যে জমিদান করেন জনৈক গ্রামবাসী রবিউল সেখ। ২০১০-এর দিকে একটা পূর্ণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হয়ে যায়। চালু করার আগেই বিধানসভা ভোট ঘোষিত হয়। ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের সরকার জয়ী হওয়ার পর থেকে আজও পর্যন্ত রাহাতপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের দাবি শীঘ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করা হোক। কারণ প্রসূতি মা-কে আজও পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে ছুটতে হয় কালনায়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কানাডা দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? রাজধানী কোথায় এবং কোন নদী তীরে অবস্থিত? কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
২. 'নায়াগ্রা' জলপ্রপাত কোথায়? এই জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে দড়িতে হেঁটে কে প্রথম কবে পার হন?
৩. বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে কে কবে হত্যা করে? সিরাজ-উদ্-দৌল্লা কবে সিংহাসনে বসেন?
৪. শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন কবে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল?
৫. 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' কোন দেশ কোন দেশকে কবে উপহার দেয়?
৬. তেলেঙ্গানা সংগ্রামের প্রথম শহিদ কে হন? কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৭. পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় হুগলী সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু)-র কাজ কবে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল?
৮. পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বালি ব্রিজ (সিস্টার নিবেদিতা সেতু) কবে পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়?
৯. ভেনেজুয়েলা দেশটি কোথায়? কাদের শাসনমুক্ত হয়ে কবে স্বাধীন হয়? কে কত সালে ভেনেজুয়েলা আবিষ্কার করেন?
১০. আমেরিকা কোন মহাদেশে অবস্থিত? কার শাসনমুক্ত হয়ে কবে স্বাধীন হয়েছিল? কে স্বাধীনতাপত্র তৈরি করেন?
১১. ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিলটি কবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ হয়েছিল?
১২. কম্পিউটার মাউসের আবিষ্কর্তা কে? তিনি কবে প্রয়াত হন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

চেতনায় 'হুল'

শিবানন্দ পাল

১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরা আমাদের দেশটাকে ভালো করে বুঝে নিতে চেয়েছিল। শুরু হয়েছিল বাংলা বিহার ওড়িশায় ভূমি জরিপ এবং দখল। এই কর্মসূচির প্রথম শিকার হয় ভারতের পাহাড় জল জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামীণ আদিম আদিবাসী সমাজ। গঙ্গা নদীর লাগোয়া রাজমহল পাহাড়ের চারপাশের জঙ্গল উপত্যকাটি ইংরেজরা 'দামিন-ই-কোহ' নামে চিহ্নিত করে। পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি এবং বনজঙ্গল কেটে চাষ আবাদ ও বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে অসংখ্য মজুরের প্রয়োজন হয়। আর এই ধরণের কাজে সাঁওতালরাই সবথেকে পটু। ফলে দৈনন্দিন উপার্জনের আশায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে তারা এই জায়গায় উপস্থিত হতে থাকে। গ্রামের সংখ্যা বাড়ে। প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮০৯ সালে দুমকা এবং ১৮১৮ সালে গোড্ডা মহকুমা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে (কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি এলাকা থেকে) দলে দলে সাঁওতালদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। (রেভারেন্ড চৈতন্য হেমব্রম লিখিত 'সান্থাল পারগণা সান্থাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াক্' বই থেকেও জানা যায় রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে বীরভূম হতে মানভূমের দামোদর নদ পর্যন্ত এলাকায় পূর্বতন বসবাসকারী পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সাঁওতালরা ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বসবাস শুরু করে। রাজমহল পাহাড়ের আশেপাশে উর্বর ও সমতল জমিতে সাঁওতালরা মহানন্দে বনজঙ্গল কেটে পরিস্কার করে স্থায়ী আবাসের উদ্দেশ্যে বসতি স্থাপন শুরু করে।)

ব্রিটিশ প্রশাসনিক তথ্য বলছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারণ এবং পিলপা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করে 'জন পেটি ওয়ার্ড'-এর ওপর। ১৮৩২-৩৩ সালে সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার-এর সহযোগিতায় পেটি এলাকার সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের মোট ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে মোটামুটি ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ছাড়া প্রায় সমস্তটাই পাহাড়ী অঞ্চল। আবার ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৪৬ বর্গমাইল শুধু ঘন জঙ্গল। মাত্র ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা আবাদযোগ্য জমি। সীমানা নির্ধারণ সম্পূর্ণ হওয়ায় গভর্ণর বেন্টিঙ্ক রাজমহলের পশ্চিম দিকের জঙ্গল পরিস্কার করে বসবাস করবার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সময় কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা দলে দলে দামিন-ই-কোহ'তে এসে বসবাসের জন্য উপস্থিত হয়।

বর্ধমানের খানা জংশন থেকে গঙ্গার লাগোয়া রাজমহল পর্যন্ত রেলপথ প্রসারণের অনুমোদন মেলে ১৮৫২ সালে। শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৫৯ সালের মধ্যে রেলপথের কাজ শেষ হয় এবং প্রথম ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং ১৫ অক্টোবর, ১৮৬০ এই রেলপথের সূচনা করেন। চৈতন্য হেমব্রম- এর বই থেকে আরও জানা যায় যে, দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারণের পরে এই অঞ্চলে আসা সাঁওতালরা মনে করেছিল এই এলাকায় তাদের পূর্বতন রীতিনীতি, পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়গুলিসহ নিজ সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষাকারী ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। তাদের স্বপ্নের চম্পানগরী গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস জন্মেছিল। কারণ দামিন-ই-কোহ এলাকায় সাঁওতালরা যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জেমস পটেন্টকে বিশেষভাবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেছিল। জেমস পটেন্ট খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য দামিন-ই-কোহ'কে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। কিন্তু সংলগ্ন এলাকার আদি বাসিন্দা পাহাড়িয়া ঘাটোয়ালরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল, সাঁওতালদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অপর দিকে এই জায়গায় মহাজনদের সুযোগ দেওয়া হয় সাঁওতালদের শস্য সম্পদ আত্মসাৎ করবার।

দামিন-ই-কোহ'র চেহারা ততদিনে হয়েছে সুন্দর শস্য শ্যামলা। অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম। লাল, কালো, সাদা রঙের নানা রকম জীবজন্তু লতাপাতার ছবি আঁকা মাটির দেওয়ালের ঘরগুলির মাথায় খড়ের ছাউনি। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় দেখা গেল সমগ্র অঞ্চলে ৮২, ৭৯৫ জনসংখ্যা নিয়ে ১,৪৩৭ টি গ্রাম গড়ে উঠেছে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লিটিপাড়া, হিরণপুর, বারহেট বড় বাজার তৈরি হয়েছিল। লাগোয়া এলাকার হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছিল পাহাড়ি এলাকায় সৃষ্ট এই নব্য জনপদগুলির উপর। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি তারা নিজ এলাকা হিসেবে দখল করতে শুরু করে। এখান থেকেই সাঁওতালদের ক্ষোভের শুরু।

এই বারহেট-এর অনতিদূরে ভগনাডিহি গ্রাম। যেখানে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব, চার ভাইয়ের ডাকে দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে শপথ নিয়েছিল জমিদার মহাজন পুলিশ পাইক পেয়াদাদের অত্যাচার আর সহ্য করবে না। দামিন-ই-কোহ থেকে সমস্ত শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে জমি দখল করবে ও স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। হাজার হাজার অরণ্যসন্তানদের কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল, 'দেলায়া বিরিদ্ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে'। জাগো, ওঠো, সাঁওতালরাজ কায়েম কর। এই সাঁওতালরাজ কায়েমের সর্বশেষ পরিণতি ২০০০ সালে ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠন।

সাঁওতাল বা গ্রামীণ ভারতের আদিবাসী সমাজ কি খুব সুখে আছেন?

ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত 'দি সান্থাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭' বইতে লিখেছেন, ওই সব জনপদে আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিমের সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে এসেছিল লোভী ব্যবসাদার, মহাজনরা। আর আশপাশের অঞ্চল থেকে রুটি ও রুজির খোঁজে এসেছিল কামার, কুমোর, কুর্মি, তেলি, মোমিন-আনসারি, দত্ত, ভগৎ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কিছু গরিব হিন্দু-মুসলমান মেহনতি মানুষ। মূল লড়াইটা ছিল জমির অধিকার। আর এর পশ্চাতে ছিল ইংরাজ প্রশাসনের জমি সংক্রান্ত নীতি পরবর্তীতে যা ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

১৬০ বছর পর ১৪ জুন, ২০১৫ আমি ভগনাডিহিতে হাজির হই। গ্রামে ঢোকার মুখেই ঐতিহাসিক ভগনাডিহির সেই প্রান্তর। সেখানে রাস্তার ধারেই বিশাল এক বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মন খারাপ হয়েছে। জেনেছি ঐতিহাসিক এই প্রান্তর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এখানে নাকি মুসলিমদের কবরখানা ছিল! প্রথমে দামিন-ই-কোহ তারপর সাঁওতাল পরগণা, তারপর সাঁওতাল পরগণাকে ভেঙ্গে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, গোড্ডা ও দুমকা জেলা করা হয়েছে। মাঝে বিহার থেকে ভেঙ্গে ঝাড়খন্ড পৃথক রাজ্য হয়েছে। এখন সেই ভগনাডিহির অস্তিত্বের সঙ্কট? প্রশাসন তাই রাস্তার ধারের অংশটি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে! স্বাধীন দেশ, কেন্দ্র এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় বিজেপি দল। উন্নয়ন ও সুদিনের নামে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ চলছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তারা বেচে দিতে চায় বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে, দেশের মানুষের সৌহার্দ নষ্ট করছে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে মদত দিয়ে তার চরমতম প্রমাণ খোদ ভগনাডিহির ঐতিহাসিক প্রান্তর।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ঝাড়খন্ড রাজ্য। এই সম্পদ দেশের উন্নয়নে বা দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে চায় দেশের বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। ভগনাডিহির বিশাল প্রান্তরের আশেপাশে এবং মাটির নীচে রয়েছে অমূল্য খনিজ সম্পদ। ঝাড়খন্ডের হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি খনিজ সম্পদ আহরণের কারণে ধ্বংস হচ্ছে। আদিবাসীদের দখল হয়ে যাওয়া পাহাড়-জঙ্গল-জমি ফেরত দেওয়া, 'সিএনটি' এবং 'এসপিটি' আইনকে রক্ষা করার কথা উঠে এসেছে বারবার। অথচ এখানকার জমির আন্দোলনে মানুষ জানে না কে তাঁদের মিত্র, কে তাদের শত্রু। ভোটের রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়ে চলেছেন, তাঁদের প্রকৃত পুনর্বাসন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ঝাড়খন্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাও শোচনীয় অবস্থায়।

বারবার বিতর্কের ঝড় ওঠে।
হিন্দুস্তান না পাকিস্তান, ভারত না চীন!
মধ্যস্থতা এল ও সি, লাইন অফ কন্ট্রোল ... !
ডিভাইড এন্ড রুল...
চেতনায় হুল! অথচ সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে!

ডিসেম্বরেই বর্ধমানকে নির্মল জেলার কাজ শেষ করার নির্দেশ জেলা শাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : বর্ধমান জেলাকে নির্মল জেলা নির্মাণের লক্ষে এদিন প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দিলেন জেলাশাসক ড. সৌমিত্র মোহন। বর্ধমান জেলাপরিষদের অঙ্গীকার সভাকক্ষে মহকুমা শাসক, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে জেলা শাসক ওই নির্দেশ দিয়ে বলেন, ২০১৬ ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শৌচাগার তৈরি করার কাজ শেষ করে তা ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে। কোনোভাবেই এবিষয়ে অবহেলা করা যাবে না। এছাড়াও নির্মল বাংলা করার কাজে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে যেসব কাজ নির্বাচন সহ নানা কারণে বন্ধ ছিল সেক্ষেত্রেও কাজ করতে হবে দ্রুতগতিতে। জেলা শাসক এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে বলেছেন, ২০১৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যকে নির্মল বাংলা গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে। বর্ধমানকে নির্মল জেলা করার কথা ছিল এ বছরের মার্চ মাসের মধ্যে। নির্বাচন সহ নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাই চলতি বছরে কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু সহ অতিরিক্ত জেলা শাসকগণ, মহকুমা শাসকগণ, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

শিশুদের মাথা-ব্যথা

ডাঃ গৌতম সাহা

শিশুদের মাথা ব্যথার অনেক কারণ। তার মধ্যে যেমন সাধারণ সর্দি-জ্বর, হাঁচি-কাশি আছে তেমনি আছে মাঝারি মাপের ও মারাত্মক ধরনের সব অসুখ-বিসুখ। যেমন—

সাইনুসাইটিস বা সাইনাসের প্রদাহ :

এটি সাধারণত দুই ধরনের— (১) অ্যাকিউট, (২) ক্রনিক।

করোটি বা খুলিতে কয়েকটি বায়ুভর্তি গহ্বর বা সাইনাস থাকে— ম্যাক্সিলারি, ফ্রন্টাল, এথ্‌ময়াডাল, স্ফেনয়ডাল। সংক্রমণ বা অন্য কোনো কারণে এই সাইনাসগুলিতে সর্দি জমে 'পেকে গিয়ে' গাঢ় ঘিয়ে রঙের বা হালকা সবুজ শ্লেষ্মা নির্গত হতে পারে। এর নাম পুরুলেন্ট ডিসচার্জ। কখনও কখনও রক্তপাতও হয়। যার ডাক্তারি পরিভাষা হলো এপিস্ট্যাক্সিস।

শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত এথময়েড ও ম্যাক্সিলারি সাইনাসের প্রদাহ খুব তাড়াতাড়ি ঘটে থাকে। ফ্রন্টাল সাইনাসের সংক্রমণ ও প্রদাহ হয় পাঁচ-ছ বছরের পর থেকে।

যে যে রিস্ক-ফ্যাক্টরগুলো এই ধরনের অসুস্থতার জন্য দায়ী তাদের মধ্যে অন্যতম হলো—

- ক্রমাগত বা রেকারেন্ট শ্বাসনালী বা শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ।
- অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অ্যালার্জির কারণে সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া ও নাকের ফুটো বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি বা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব।
- তামাকজাত পদার্থের ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা।
- দুষ্টুমি বা দুর্ঘটনাবশত নাকের ছিদ্রপথে খুব ছোট অবাঞ্ছিত দ্রব্য যেমন, পুতি, চকের টুকরো, সিমের দানা, তেঁতুলের বীজ, মটরশুঁটির দানা ইত্যাদি 'ফরেন বডি' ঢুকে যাওয়া।

উপসর্গ :

- নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- গা-হাতে-পায়ে ব্যথা বা ম্যাজম্যাজে ভাব।
- মাথায় যন্ত্রণা। হঠাৎ বা অল্প মাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে।

ক্রনিক সাইনুসাইটিসে মাথাব্যথার তীব্রতা কিছুটা কম বা সহনীয় হলেও অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। সাইনাসের এক্স-রে করলে এবং রক্তের টি.সি, ডি.সি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রক্তে সংক্রমেণর লক্ষণ এবং সাইনাস ভর্তি সর্দি জমে যাওয়ার ছবি।

শিশু-বিশেষজ্ঞ, প্রয়োজন হলে নাক-কান-গলা বা ই.এন.টি সার্জেনকে দিয়ে এর সুচিকিৎসা করা অতি আবশ্যিক।

এর পরে যে অসুখ বা রোগগুলোর নাম মনে আসে সেগুলো হলো—

- মেনিনজাইটি
- এনসেফালাইটিস
- ব্রেন টিউমার
- সাব-অ্যারাকনয়েড হেমারেজ বা মস্তিষ্কের ভেতর রক্তক্ষরণ
- হাইড্রো সেফালাম বা মস্তিষ্কের ভেতরের তরল পদার্থ বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড অতিরিক্ত পরিমাণে জমে গিয়ে মাথার আকার বড় হয়ে যাওয়া
- চোখের সমস্যা
- কানের অসুখ—
  ক) অ্যাকিউট সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া
  খ) ক্রনিক সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া
- টেম্পোরো-ম্যান্ডিবুলার আর্থাইটিস
- মাইগ্রেন বা মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালী, ধমনীর প্রসারজনিত কারণে যন্ত্রণা
- মাথায় আঘাত বা হেড ইনজুরি
- মানসিক কারণ বা সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার বা সোমাটাইজেশন। ইদানিং টানাপোড়েনের জীবনে এই ধরনের সমস্যায় শিশুরা খুবই কষ্ট পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গেরও অসুস্থতা। যেমন, মাথায় ব্যথা বা যন্ত্রণার সঙ্গে পেটের ব্যথা, বমি, বমি-ভাব, খিচুনি বা ফিট ইত্যাদি অনেক বিচিত্র উপসর্গ।

শিশুদের মাথার যন্ত্রণার মনস্তাত্ত্বিক কারণ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা খুবই কঠিন। তবু করতে হবে। কারণ বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল।

এক নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এখনকার শিশুরা। অনেক বাচ্চা মাথার কষ্ট ও যন্ত্রণাসহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসছে। শিশু আক্রান্ত, অভিভাবক বিভ্রান্ত, অনেক সময় বিরক্তও।

যে যে কারণসমূহ এরকম অসুস্থতার জন্য দায়ী সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো—

- অতি অল্প বয়স থেকেই পড়াশোনা ও ক্যারিয়ার তৈরির অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও টানাপোড়েন।
- পিতা-মাতার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ।
- নিকট আত্মীয়ের অসুস্থতা বা মৃত্যু।
- পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা।
- দুর্ঘটনা, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ বা ধ্বংস, মৃত্যুমিছিল ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত শিশুর মাথার যন্ত্রণা অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ নির্ণয়ে কালঘাম ছুটে যায় অনেক সময়। সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর অভিভাবককে যখন বলা হয় যে, তাঁর শিশুর অসুখটি সাইকোলজিকাল বা মানসিক তখন তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক, ক্ষোভ, বিভ্রান্তি, উপর্যুপরি চিকিৎসক বদল, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিতে গিয়ে অযথা শিশুটিকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজেদের কষ্ট পাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়। এবং যেখানে সুচিকিৎসায় যেমন, দক্ষ মনোবিদের সাহায্যে শিশু ও অভিভাবকের কাউন্সেলিং প্রয়োজন হলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো সামান্য ওষুধের সাহায্য নিয়ে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সামাল দেওয়া সম্ভব, তা না করে 'আমার বাচ্চার মনের রোগ!' — এই দুর্ভাবনায় বা আতঙ্কে মাথা খারাপ করার মতো বোকামি না-ই বা করলাম।

অনেক পরিবেশ এলো, গেলো গুসকরার এই পুকুরটি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ছবি : জলেশ্বর পাত্র

ড. বি সি লাহিড়িকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডাঃ বি সি লাহিড়ীর মৃত্যুর দশম বর্ষ উপলক্ষে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতীয় চর্ম, যৌন এবং কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ সমিতি (আই এ ডি ভি এল)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার মধ্যবর্তী রাজ্য সম্মেলন এবার বর্ধমানের সিনক্লেয়ার্স রিসর্টে। ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট ডন মেডিক্যাল কলেজের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ত্বক রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর অনিল আব্রাহাম এই বছর এই স্মারক বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ছিল, 'পেইন এ্যান্ড প্লেজার অফ প্রযাস্টিস' অসাধারণ এই বক্তৃতার আগে ডাঃ বি সি লাহিড়ীর ছাত্র মেডিকেল কলেজের ত্বকরোগ বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর অসিতবরণ সামন্ত ডাঃ লাহিড়ীর চিকিৎসক এবং মানবিক দিকগুলি নিয়ে একটি আবেগপ্রবণ স্মৃতিচারণা করেন। আগামী আগস্ট মাসে ডাঃ কৌশিক লাহিড়ির উদ্যোগে তাঁর পিতার স্মরণে একদিনের চিকিৎসা শিবির ও ঔষধ প্রদান যতারীতি এ বছরেও অনুষ্ঠিত হবে।

মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র বিশ বাঁও জলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ জুলাই : তিন বছর আগে ঘটা করে 'মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র'-এর শিলান্যাল হয়েছিল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন মাঠে। কিন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবন। ২০১৩ সালের ১২ মার্চ, মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের শিলান্যাসের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক ও স্বপন দেবনাথ। ওই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী তা সংশ্লিষ্ট সকলের অজানা। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সুপার সুকুমার বসাক বলেন, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিতর ওই কেন্দ্র তৈরির জন্য একটি প্রকল্প রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে সেটি।

ঠাণ্ডা পানীয় জলের মেশিন দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ জুন : লায়ন্স ক্লাব অফ বর্ধমানের উদ্যোগে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলে ঠাণ্ডা পানীয় জলের মেশিন বসানো হল। এদিন এই পানীয় জলের মেশিনটির উদ্বোধন করেন ক্লাবের সভানেত্রী রেখা যশ। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক নরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, ওমপ্রকাশ যশ, কল্যাণ মণ্ডল, কবিতা ভুতুরিয়া। এছাড়া স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত দত্ত, হেডমাস্টার শম্ভুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ এবং স্কুলের শিক্ষিক ও ছাত্ররাও উপস্থিত ছিলেন।

মহীয়সী সাবিত্রী বাঈ ফুলে

আবদুস সবুর

ভারতে প্রথম মহিলা শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক শ্রীমতী সাবিত্রী বাঈ ফুলে।

১৯৩১ সালের ৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার নইগাঁও নামে একটি ছোট গ্রামে শ্রীমতী সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্ম। জন্ম হয়েছিল সম্পন্ন কৃষক পরিবারে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে লড়াই করতে করতে একজন মহীয়সী নারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি—এক গর্বের ইতিহাস।

নয় বছর বয়সে সাবিত্রী বাঈ ফুলের বিয়ে হয়েছিল জ্যোতিবা ফুলের সঙ্গে। উভয়ে ছিলেন নিম্নবর্গের মালি সম্প্রদায়ের। কম বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল তখনকার গ্রামীণ সমাজে। সমাজের অগ্রগতির জন্য সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলের দরকার ছিল একজন মহিলা শিক্ষিকার। নিজেই স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়ে একাজে যোগ্য করে তোলেন। শুরুতেই বাধা পেয়েছিলেন তৎকালীন গোঁড়া সমাজের কাছ থেকে। সমাজপতিরা জ্যোতিবার বাবা ও তার পরিবারকে আক্রমণের ভয় দেখিয়ে বলেছিল, তোমার ছেলে জ্যোতিবা যা করছে তা আমরা মেনে নেব না, এরজন্য চরম খেসারত দিতে হবে তোমাদের। বাধ্য হয়ে জ্যোতিবার বাবা তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। মুশকিলে পড়েন সাবিত্রী বাঈ ফুলে। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন না স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে যাবেন। দুটি পথের একটি বেছে নিতে হবে তাঁকে। তিনি স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে যান।

নিজের স্ত্রীকে একটি স্কুলে প্রশিক্ষণ নেবার ব্যবস্থা করেন স্বামী জ্যোতিবা ফুলে। ভালো নম্বর পেয়ে পাস করেন সাবিত্রী বাঈ ফুলে। শিক্ষাগ্রহণ শেষে ১৮৪৮ সালে মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন সাবিত্রী বাঈ।

প্রথমে এই স্কুলে ৯ জন বালিকা যোগ দেন। বালিকারা ছিল গরিব ঘরের, দলিত পরিবারের। নিম্নবর্গের স্বামী-স্ত্রীর এই ধরনের স্কুল চালানো মেনে নিতে পারেনি ধনী উচ্চবর্ণের গোঁড়া সমাজপতিরা। তাদের বাধা সত্ত্বেও তিনি পড়াতে থাকেন। অত্যাচারের মুখে এক সময় সাহস হারান ও হতাশ হন সাবিত্রী বাঈ। এই অত্যাচারে সাহস জুগিয়ে ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর স্বামী তাঁকে মানসিকভাবে করে তোলেন শক্তিশালী। ছাত্রীদের পড়াশোনার অভিযোগে এক ব্যক্তি

সাবিত্রী বাঈয়ের ইজ্জত লুটে নিতে উদ্যত হয়েছিল। সাবিত্রী কষে চড় মারলেন অসৎ লোকটিকে এবং লোকটি পালিয়ে বাঁচে। সাবিত্রীর সাহসিকতার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল পুনাতে।

সমাজ পরিবর্তনের দর্শনে বিশ্বাস করতেন জ্যোতিবা ও সাবিত্রী। তাঁরা অনুভব করেছিলেন শিক্ষার বিকাশ ছাড়া এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। বিশেষ করে দরকার নারী শিক্ষা। নারীশিক্ষার দিশারি সাবিত্রী বাঈ।

স্বামী জ্যোতিবার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সংগ্রামে যোগ দেন সাবিত্রী। লড়াই করেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, লড়াই করেন বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে। স্বামী জ্যোতিবা একবার এক গর্ভবতী বিধবাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচান এবং পরে ওই বিধবার সন্তানকে দত্তক নেন এই দম্পতি। বিধবাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এই দম্পতি। গর্ভবতীদের আশ্রয়দান এবং প্রসব ও নবজাতক শিশুদের পরিচর্যার জন্য একটি আবাস খুলেছিলেন। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের বিভিন্ন স্থানে জল খেতে বাধা দিলে তাদের জন্য নিজ বাসভবনে একটি কুয়ো নির্মাণ করেছিলেন এই দম্পতি।

স্বামী জ্যোতিবা ফুলের মৃত্যুর পর সমাজের সব দায়িত্ব নেন সাবিত্রী বাঈ। হুমকি ও অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তীব্র লড়াই সংগঠিত করেন সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজ হাতে দুহাজার শিশুকে দুধ খাওয়ান। সাবিত্রী ও তাঁর দত্তক পুত্র মহামারি আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য খুলেছিলেন একটি চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র। শেষ পর্যন্ত নিজেও মহামারির সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন সাবিত্রী বাঈ এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ।

দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা, সমাজ সাংস্কারক ছাড়াও সাবিত্রী বাঈ ফুলের আরও একটি পরিচয় ছিল তিনি ছিলেন মারাঠি ভাষায় দেশের প্রথম মহিলা কবি। দেশের প্রথম মহিলা যিনি নারীদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য এবং নারীদের সম্মান আদায়ের জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। তিনি আমাদের গর্ব, সংগ্রামের প্রেরণা।

মোদি জমানায় দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আক্রান্ত হচ্ছে। বাড়ছে স্বৈরাচারী প্রবণতা ও হিন্দুত্ববাদীদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা— বিজেপি আরএসএস প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ধর্মীয় ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ, বিশিষ্ট কয়েকজন প্রতিবাদী সাহিত্যিককে হত্যা।

দেশ জুড়ে এখন অস্থিরতা, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অনধিকার প্রবেশ। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা এবং জে এন ইউ-র ছাত্র আন্দোলনের উপর নেমে আসা সন্ত্রাসে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র প্রকাশ্যে এসেছে।

উপজাতি ও অন্যান্য দলিত অংশের মহিলা-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং এবছর হরিয়ানায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে দুটি দলিত শিশুকে।

ভারতে শোষণ-নির্যাতনহীন একটি উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারলে তবেই সার্থক হবে সাবিত্রী বাঈ ও জ্যোতিবা ফুলের অনলস প্রয়াস।

স্কুল বাসের সাথে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ জুলাই : বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ মেমারি থেকে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্রিসটাল মডেল স্কুলের বাসের সঙ্গে কলকাতা দিক থেকে একটি ১০ চাকার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের ড্রাইভার সহ মোট ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী গুরুতর জখম হয়। এলাকার মানুষ ছুটে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের ও ড্রাইভারকে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। মেমারি ক্রিসটাল মডেল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির সম্বুদ্ধ রায়চৌধুরী (৭) ও অপর ছাত্র দেবদ্রিত মণ্ডল (৭) এবং ড্রাইভার নবকুমার কৈবর্ত্য (৫২)-কে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

উত্তেজিত জনতা কিছুক্ষণ বাস না সরানোর জন্য বিক্ষোভ দেখান। মেমারি হাসপাতাল সূত্রে খবর ১৬ জনের মধ্যে বাকি ১৩ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ট্রাকের ড্রাইভার পলাতক, ট্রাক ও

বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে।

সাপ্তাহিক বৈঠকে সাংবাদিকদের জেলার উন্নয়নমূলক তথ্য জানালেন জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা শাসক বলেন জেলায় কৃষকদের সুবিধার জন্য কিষান মান্ডি গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২টি চালু হয়েছে। বাকি ১৯টিতে শীঘ্রই কাজের ব্যবস্থা করা হবে। চলতি বছরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বর্ধমান জেলাকে নির্মল জেলা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত কাজ এখনও শেষ হয়নি, তা দ্রুততার সঙ্গে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা আবাস যোজনার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। এই প্রকল্পে এপিএল ও বিপিএল সকলেই সুযোগ পাবেন। জেলায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কাজে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে বাইরে থেকে যাতে লোকজন এনে কাজ করতে না হয় সেজন্য সব বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পথদুর্ঘটনা রোধ ও রাস্তায় অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলায় বেআইনি টোটো বিক্রি বন্ধে ৮টি শোরুম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চলছে নাকা চেকিং। নাকা চেকিং চলার সময় বর্ধমানে বেআইনি ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। শক্তিগড়ে জাতীয় সড়কে গত ১৫ দিনে বেআইনি ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

শিশুকন্যাসহ মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ জুন : শিশুকন্যা সহ মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হল রায়না থানার বলাগড় গ্রামে। মায়ের নাম রুবিয়া বেগম, বয়স ২৮। মেয়ের বয়স ৭ মাস। মা ও মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা যায়। এদিন পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। রুবিয়া বেগমের বাপের বাড়ি থেকে অভিযোগ করা হয় বিয়ের পর থেকেই পণের টাকা দাবি করে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হতো।

জেলা জুড়ে পালিত হল হুল দিবস

—প্রথম পাতার পর

মহাসমারোহে পালিত হলো ১৭০তম হুল দিবস। প্রতি বছর বাঁশড়ার এস.টি.ডি ক্লাব এর পরিচালনায় এই হুল দিবস পালিত হয়ে থাকে। ৩০ জুন সিধু কানু মঞ্চ থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্যামলাল মুর্মু ও মাল্যদান করেন আমড়াসোতা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সীমা বাউরি, উপ-প্রধান আকবর খান, মঙ্গল হেমব্রম, সঞ্জয় হেমব্রম, মধুসূদন চক্রবর্তী, দশরথ কোড়া, মনসা টুডু প্রমুখ। গত রবিবার থেকে হুলদিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৩০ জুন আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

শিবলুন গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল ১৬২ তম 'হুল দিবস'। আদিবাসী পাড়ার সমস্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা সমতে হয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা 'সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব'-এর প্রতি।

প্রথমে কৃষকসভার রক্তপতাকা উত্তোলন করলেন পাড়ার প্রবীণ নাগরিক নারদ কোঁড়া। এরপর শহিদবেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন নারদ কোঁড়া, লদাই কোঁড়া প্রমুখ।

১৬২তম ঐতিহাসিক হুল দিবস পালিত হলো জেলা জুড়ে। দুদিন ব্যাপী হুল দিবসের সূচনা হল সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। এদিন উল্লাস মোড় থেকে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডুর নেতৃত্বে পদযাত্রা শুরু হয়। উল্লাস মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু এবং কোর্ট কম্পাউন্ডে পদযাত্রা শেষ হয়, সিধু, কানু মূর্তির পাদদেশে। সিধু, কানু মূর্তিতে মাল্যদান পর্বের পর মূল অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। এদিন বর্ধমান জেলার ৩১টি ব্লকের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ১২৪ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পরিতোষ শীল-এর স্মরণসভা চিত্তরঞ্জনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, চিত্তরঞ্জন, ২ জুলাই : হিন্দুস্থান কেবলসে কায়েমি স্বার্থের হাতে খুন হয়েছিলেন পরিতোষ শীল। এদিন তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠানে সিআইটিইউ নেতা আভাস রায়চৌধুরী বলেন, এলাকার নির্বাচিত সাংসদ হিন্দুস্থান কেবলসের শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হিন্দুস্থান কেবলস অধিগ্রহণের বিষয়ে তিনি কোনো উদ্যোগ নেননি, রাজ্য সরকারও এই কারখানাটি বাঁচাতে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। গত ষোল মাসের বকেয়া বেতনের যন্ত্রণা বইতে হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের। এদিনের সভা পরিচালনা করেন কাঞ্চন দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন হিন্দুস্থান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন ঘোষ, চিত্তরঞ্জন কারখানা লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অলোক ঘোষ এবং সিআইটিইউ নেতা নির্মল মুখার্জী।

আবেদন

আগামী আগস্ট ২০১৬ থেকে পত্রিকার প্রতি কপির দাম ২ টাকা ও বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা হচ্ছে। সকলের সহযোগিতা কামনা করি। —কর্মাধ্যক্ষ

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। উত্তর আমেরিকা, অটোয়া, অটোয়া নদী তীরে, ১ জুলাই ১৮৬৭; ২। কানাডা সীমান্তে, ফরাসি মল্লযোদ্ধা চার্লস ব্লনদিন, ৩০ জুন, ১৮৫৯; ৩। মীরজাফরের পুত্র মিরণের নির্দেশে মহম্মদ বেগ, ১৭৫৭ সালের ২ জুলাই, সিংহাসনে বসেন ১৪.০৪.১৭৫৬৭; ৪। ১৮৬১ সালের ৪ জুলাই; ৫। ফ্রান্সের জনতা আমেরিকার জনতাকে, ১৮৮৬ সালের ৪ জুলাই; ৬। শহিদ দাদ্দি কোমারাইয়া, ১৯৪০ সালের ৪ জুলাই; ৭। ১৯৭৯ সালের ৩ জুলাই; ৮। ২০০৭ সালের ৪ জুলাই; ৯। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে। স্পেনের শাসনমুক্ত হয়ে ১৮১১ সালের ৫ জুলাই, কলম্বাস ১৪৯৮ সালে; ১০। উত্তর আমেরিকা মহাদেশ, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই, রাজনীতিবিদ টমাস জেফারসন; ১১। ১৯৪৭ সালের ৫ জুলাই; ১২। ডগলাস এটোলবোর্ট। ২০১৩ সালের ৫ জুলাই।

কেতুগ্রামে কৃষকনেতা মৃণাল সিংহ-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জুলাই : গত রাতে কাটোয়ার একটি নার্সিংহোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কাটোয়া মহকুমার কৃষক নেতা মৃণাল সিংহ। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃণাল সিংহের জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার ও জেলা কৃষকসভার সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। শ্রীসিংহ সিপিআই(এম) কেতুগ্রাম-২ লোকাল কমিটির সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর মরদেহ সুবোধ স্মৃতি ভবনে, কেতুগ্রাম জোনাল কার্যালয় ও তাঁর নিজ বাড়ি মুরন্দিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা দুর্যোধন সর, তমাল মাঝি, অঞ্জন চ্যাটার্জী, সাধনা মল্লিক, আজফার হোসেন, সাহজাহান চৌধুরী, শের আলি, কাদের চৌধুরী, প্রবীর গাঙ্গুলি সহ অগণিত মানুষ।

১৯৮৩ সালে পার্টি সদস্যপদ পাওয়ার পর থেকেই তিনি ছিলেন সিপিআই(এম) পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। ১৯৮৩ সালে গঙ্গাটিকুরির প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সাল থেকে পরপর দুবার দক্ষতার সাথে পালন করেছেন কেতুগ্রাম ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাজ। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সিপিআই(এম)-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক ও কেতুগ্রাম কৃষকসভার সভাপতি।

যুবা বয়সে তিনি কলকাতার 'সত্যম্বর অপেরা'য় যাত্রা করেন ও একটি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

বধূ হত্যার দায়ে স্বামী শাশুড়ির ১০ বছর কারাদণ্ড কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুলাই : গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে মৃতার স্বামী ও শাশুড়ির ১০ বছর কারাদণ্ড এবং ১৭ হাজার টাকা করে অর্থ জরিমানা হয়। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। ১ জুলাই কালনা অতিরিক্ত দায়রা জেলা বিচারক শুভঙ্কর সেন এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন উৎপল দাস এবং শেফালি দাস। উভয়েরই বাড়ি মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুণ্ডা গ্রামে।

২০১০ সালে উৎপল দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামের পূর্ণিমা দাসের। ২০১২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গভীর রাত্রিতে শ্যামলী শ্বশুরবাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মন্তেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে তাঁর মৃত্যুর হয়। মৃতার বাবা রঞ্জিত দাস জামাই, বেয়ান সহ পাঁচজনের নামে বধূ হত্যার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। ১৯ জনের সাক্ষ্যদান শেষে বিচারক দুজনকে সাজা এবং দুজনকে বেকসুর খালাস করে দেন। বাকি একজন অভিযুক্তের বিচার চলছে জুভেনাইল আদালতে।

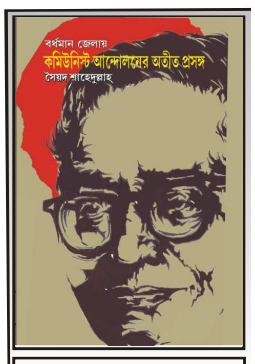

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
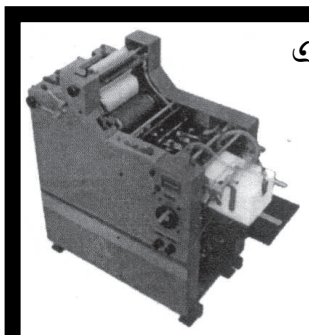
সাধনা প্রেস
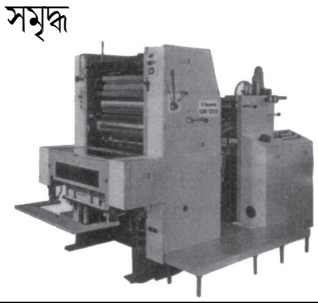
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা